S.Dey-Studio.
THE NEW THEATRES LIMITED
পরিত্রাণ

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

পরিত্রাণ

ভূমিকায় ঃ

শিপ্রা দেবী, অভি ভট্টাচার্য্য, গৌরীশঙ্কর, শিশির বটব্যাল (এ্যাঃ), হরিমোহন বসু, ডোরা স্যামুয়েল, মঞ্জু ব্যানার্জী, নরেশ বসু, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, মলয় মুখোপাধ্যায়, মনোরমা (ছোট), পুষ্প দেবী, অসিত সেন, বলীন সোম, জহর রায়, জ্যোৎস্না মিত্র, ছবি ঘোষাল, পণ্ডিত নটবর, কেষ্ট দাস, তপন মিত্র, মাষ্টার অলীক, শরিফা প্রভৃতি।

সংগঠনে ঃ

কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ ভোলানাথ মিত্র,
সঙ্গীত পরিচালনা ঃ রাইচাঁদ বড়াল, চিত্র শিল্পী ঃ রবি ধর,
শব্দ যন্ত্রী ঃ রণজিৎ দত্ত, গান ঃ সজনীকান্ত দাস, বিমল চন্দ্র ঘোষ (কবি),
শিল্প-নির্দ্দেশনা ঃ সুনীতি মিত্র, সম্পাদনা ঃ সুবোধ রায়,
পরিস্ফুটনা ঃ পঞ্চানন নন্দন, সেট নির্ম্মাণ ঃ পুলিন ঘোষ,
শিল্পী সংগ্রাহক ঃ বীরেন দাস, ব্যবস্থাপনা ঃ ছবি ঘোষাল, জলু বড়াল,
কর্ম্ম-সচিব ঃ জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায় ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নন্দ দুলাল মজুমদার,
সঙ্গীত পরিচালনায় ঃ জয়দেব শীল, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়,
চিত্র শিল্পে ঃ অমূল্য বসু, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়,
শব্দ-যন্ত্রে ঃ অনিল কুমার নন্দন, দৃশ্যাঙ্কনে ঃ রাম চন্দ্র সেণ্ডে,
স্থির-চিত্রে ঃ প্রীতিকর হালদার, পরিস্ফুটনায় ঃ বলাই ভদ্র,
অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী, সত্যেন বসু,
সেট নির্ম্মাণে ঃ মোহিনী মুখোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ পাল,
সাজ সজ্জায় ঃ যতীন কুণ্ডু, রূপ সজ্জায় ঃ মদন পাঠক,
নারান মজুমদার, গোপাল হালদার,
শিল্পী সংগ্রহে ঃ ধীরেন দাস, গৌর দাস,
ব্যবস্থাপনায় ঃ খগেন হালদার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ই, আই, আর, পোর্ট কমিশনার্স, আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দৈনিক বসুমতী।

একমাত্র পরিবেশক ঃ—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ।

মূল্য দুই আনা

পরিত্রাণ

(কাহিনী)

"আপনি দীননাথবাবুকে বলবেন, এখন তাঁর বাড়ী ভাড়া দেবার কোন দরকার নেই। তিনি সেরে উঠে আবার যখন কাজ-কর্ম্ম শুরু করবেন, তখন থেকে আমাকে আবার বাড়ী ভাড়া দেবেন। একটা ফ্লাটের ৪০৲ টাকা ভাড়া; এ না পেলে কি-ই বা আসে যায়, একলা মানুষ আমি।"

তরুণ চিত্র-শিল্পী ভাস্কর রায়ের এই কথায়, আশুবাবু এবং তাঁর কন্যা মৃত্তিকা উভয়েই স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল শিল্পীর দিকে। দীননাথবাবু অসুস্থ; বাড়ী ভাড়ার টাকা বাকি পড়েছে; এঁরা এসেছিলেন সেই টাকাটা মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিয়ে শোধ করা যায় কি না, এই প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু শিল্পী ব'লে বসল কিনা, বাড়ী ভাড়ার তার দরকার নেই—আগে দীননাথবাবু সেরে উঠুন, তারপর ভাড়া দেবেন! কি অদ্ভুত মানুষ! অবসর প্রাপ্ত প্রৌঢ় অধ্যাপক আশুবাবুর কন্যা মৃত্তিকার মনে ভাস্কর রায়ের চিত্রশিল্প বহুদিন আগেই একটা গভীর রেখাপাত করেছিল, যদিও শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। আজ হঠাৎ এই পরিচয়ে, শিল্পীর মনের এই উদারতায়, তার সমস্ত মন একটা অপূর্ব্ব সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল। সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে আশুবাবু ভাস্কর রায়ের সম্বন্ধে মৃত্তিকাকে বল্লেন—"কী অদ্ভুত মানুষ মা! মনে হয় যেন, এ জগতের কেউ নয়—এ সব মানুষ কিন্তু পৃথিবীতে বড় ঠকে মা—প্রচণ্ড ঘা খায় এক এক সময়। সংসারের আগুনে একটু পোড় খেয়ে থাকা ভাল।" মৃত্তিকা কোন উত্তর দিলেনা. কি ভাব্‌ছিল যে—কে জানে!

কিন্তু আশুবাবুর কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য হ'ল। প্রচণ্ড ঘা খেতে হ'ল এই শিল্পী ভাস্কর রায়কে। ভাস্কর রায়ের জীবনে ছিল দুটি মানুষ—একজন তার কাকাবাবু। আর একজন—একটি মেয়ে, নাম তার লিলি। ভাস্করের কাছে এই কাকাবাবু ছিলেন যেন দেবতা। আর ওই মেয়েটি, সে যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ! মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হবে ভাস্করের—এমন সময় সব লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল। কাকাবাবুর ব্যবসায়ে ভাস্করের এক লাখ টাকা খাটত, হঠাৎ কাকাবাবু সে টাকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করে বস্‌লেন এবং মেয়েটিও এই খবর শোনার

পরে ভাস্করকে পরিত্যাগ করে একজন খুব বড় লোককে বিয়ে ক'রলে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধরণীর রূপ যেমন চক্ষের নিমেষে বদলে যায়—তেমনি এই দু'টো প্রচণ্ড আঘাতের পরে ভাস্করের জীবনও বদ্‌লে গেল। এখন তার কেবলি মনে হয় পৃথিবীর সবাই বুঝি ওই কাকার মত, লিলির মত! কোথাও ভালবাসা নেই, স্নেহ নেই, দয়া-মায়া মনুষ্যত্ব কিছু নেই, সব ভুয়ো—সব মেকি। দিনের পর দিন কাটে এই অসহ্য বেদনায়। শেষে, একদিন তার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি যায় বদলে, কঠিন কণ্ঠে চিৎকার ক'রে বলে তার বন্ধুকে—"এই পৃথিবীতে, এই নরকে, শান্তি যদি চাও—তোমাকে নরকের কীট্ হ'তে হবে। এই হ'চ্ছে মানুষের মুক্তির পথ—শান্তির পথ।" তারপরে চল্‌ল, এই নতুন পথে তার কালাপাহাড়ী অভিযান। ··· ··· ··· ···

এমনই যখন মনের অবস্থা তখন ঘটনা চক্রে মৃত্তিকা এসে উপস্থিত হোল তার জীবনে। ভাস্কর থাকে দোতলায় এবং মৃত্তিকা, আশুবাবু ও ছোট ভাইটি থাকে তেতালায়। ভাস্কর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। ডাক্তার বলে—নিমোনিয়া। বুড়ো চাকর গঙ্গাধর, কি ক'রবে ভেবে পায় না। আশুবাবু ও মৃত্তিকা পাশে এসে দাঁড়ায়। মৃত্তিকা নিজেকে ঢেলে দেয় ভাস্করের সেবায়। ভাস্করের মনে প্রশ্ন জাগে—'এ মেয়েটি কি চায়—কেন সে এত সেবা করছে—কি এর স্বার্থ?' পৃথিবীতে ভালবাসা ব'লে যে কিছু আছে, এ'কথা ভাস্করের আর মনে হয় না। ভাস্কর সেরে ওঠে। কিন্তু ওই প্রশ্নটাই তাকে বিব্রত করে তুলতে থাকে—"কি চায় এ? কি এর স্বার্থ?" মৃত্তিকাকে প্রশ্ন ক'রলে, সে কোন উত্তর দেয় না, প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। ভাস্কর আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতেই ঝুঁকে পড়ে মৃত্তিকার দিকে। কিন্তু, ভাস্করের মনের বাধা তাদের মিলনের পথে অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। কিছুতেই ভাস্কর ভাবতে পারে না যে, মানুষ অর্থ ছাড়া, আর কিছু চাইতে পারে। মৃত্তিকা যে তাকে ভালবাসে, চোখে দেখেও সে তা দেখে না। এই ভাবে যখন দিন চল্‌ছে, তখন মৃত্তিকার জীবনে ধূমকেতুর মত উদয় হ'ল জমিদার রাধাকান্ত চৌধুরী। নারীকে যারা শুধু ভোগের বস্তু ব'লে দেখে, এ তাদেরই একজন। অর্থ দিয়ে যে মেয়েকে কেনা যায় না, বিয়ে করে তাকে সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজন শেষ হ'লেই তাকে ছেঁটে ফেলা—জমিদার রাধাকান্ত চৌধুরীর এ অতি পুরনো কৌশল। এরই চক্রান্তে মৃত্তিকা একদিন একে বিয়ে

করতে রাজী হ'ল। মৃত্তিকা ভাবলে তার এই চরম আত্মত্যাগ, এ শুধু ভাস্করের মঙ্গলের জন্যে। আর ভাস্কর ভাব্‌লে—রাধাকান্ত চৌধুরীর অনেক টাকা আছে, সুতরাং মৃত্তিকা যে তাকে বিয়ে করবে এতো স্বাভাবিক। মৃত্তিকা চলে যায় কার্মাটারে—সেইখান থেকে তার বিয়ে হবে। ভাস্করের নিঃসঙ্গ দিনগুলো অসহ্য হয়ে ওঠে। শেষকালে একদিন যবনিকা পড়ল এই অসহনীয় অবস্থার ওপর। মুক্তি এলো এবং সে মুক্তি কি রূপে, কি ভাবে এলো, 'পরিত্রাণ' তারই বিচিত্র চিত্ররূপ।

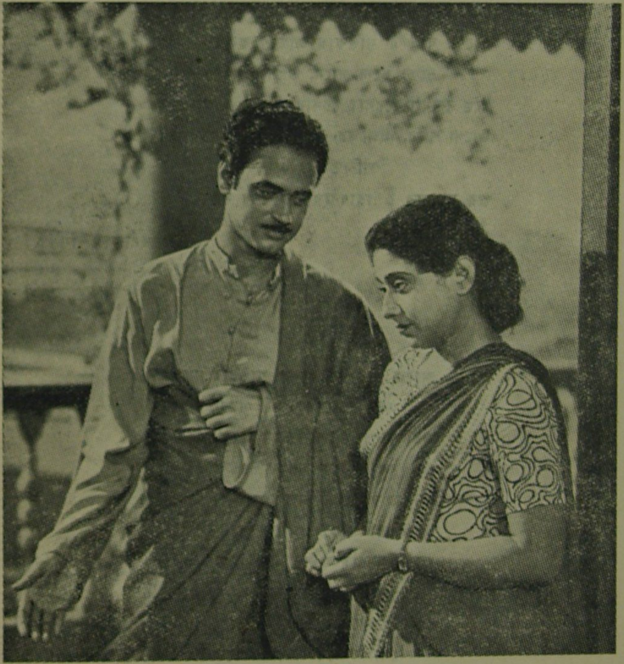

গান

(১)

জাগো হে সত্য, জাগো সুন্দর, জাগো শিব-নটরাজ,
নৃত্যে নৃত্যে ভক্ত চিত্তে আরতি জ্বালাও আজ।
জাগো জাগো নটরাজ।
ও গো আন্‌মনা ব্যর্থ ক'রোনা প্রলয়ের তাণ্ডব,
আঁকো মহাকবি, শাশ্বত ছবি, কর সুর-উৎসব।
নৃত্যে ছন্দে গানে, ভরসা জাগাও প্রাণে,
যা কিছু মলিন চির দীন হীন মরে যাক্ পেয়ে লাজ।
জাগো মহাকাল, মধুর ভয়াল, জাগো জাগো নটরাজ।
নন্দিত কর প্রাণ—
সব জড়তার সব মরতার তুমি চির-অবসান।
নমো নমো নমঃ বিদারিয়া তম বাহিরাও ভাস্বর,
চরণের ঘায় এ' মৃত্তিকায় জাগাও কলস্বর।
নৃত্যে ছন্দে গানে, ভরসা জাগাও প্রাণে,
রঙে সুষমায়, রেখায় রেখায়, বিরাজো সৃষ্টি-মাঝ,
জাগো শঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর, জাগো জাগো নটরাজ।
স্পন্দিত কর প্রাণ—
সুর সাধনার রূপারাধনার তুমি শেষ সন্ধান।

—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(২)

অনেক চাওয়ার অনেক পাওয়ার মাঝে
এক নিমেষের একটি পরম পাওয়া,
অসীম সুরে জীবন-বীণায় বাজে
অধীর বুকে অশান্ত গান গাওয়া।
হারিয়ে-যাওয়া নিত্যকালের পথে
একটি সকাল আসে অরুণ রথে,
কোন অমরার শুনায় মধুর গীতি
—দখিন হ'তে হঠাৎ ফাগুন হাওয়া॥
কেমন কোরে কখন সে যে ডাকে
গোপন মনে জাগায় আকুলতা।
সেই সকালের স্বপন ভরা গানে
পলক হারা তাকাই আকাশ পানে,

কে যেন মোর বাজায় স্মৃতির বীণা
—শুক্লা রাতে জ্যোৎস্না-তরী বাওয়া॥

—শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ।

(৩)

দিল কে সুরের দোলা, আমি হায় তাই কি জানি,
খুশিতে উপচে ওঠে, হৃদয়ের পাত্রখানি।
মনের এ বনভূমি, সহসা উঠ্‌ল দুলে,
পাখীরা গাহিল গান, শাখীরা ফুটল ফুলে।
কুয়াশা গেল দূরে, শুনি ওই আকাশ জুড়ে
নীলিমার কোলে কোলে আলোকের অভয় বাণী
খুসিতে উপচে ওঠে হৃদয়ের পাত্রখানি॥

পারি না পারি না আর নিজেরে রাখতে ধ'রে,
পারে কি থাম্‌তে কভু যে নদী ধায় সাগরে।
ছুঁয়েছে দখিন হাওয়া, মরমে জেগেছে ঢেউ,
পেয়েছি চেয়েছি যা, সে কথা জানে না কেউ।
গভীরের গোপন টানে ছুটেছি অসীম পানে
আমার এ গানে গানে তাহারি কানাকানি।
খুসিতে উপচে ওঠে হৃদয়ের পাত্রখানি॥

—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সম্পাদক—শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
হইতে প্রকাশিত ও ৪১ নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, দি বেঙ্গল
আর্ট প্রেস লিঃ হইতে শ্রীচণ্ডী চরণ সান্যাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের আকর

স্নো, ক্রীম, পাউডার, রুজ, লিপষ্টিক প্রভৃতি সৌন্দর্য্যচর্চার বিভিন্ন উপাদান ত্বকের চটক বাড়ায় মাত্র—দেহের প্রকৃত, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইহারা অক্ষম। কারণ দীপ্ত স্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভিত্তি। নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চা ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করুন।

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

লক্ষ্মী ঘি

বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পুষ্টিকর

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা